ষোড়শ অধ্যায়

মার্কসীয় মতবাদ
[Marxist Theory]

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম, উদবৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব

কার্ল মার্কসের নাম অনুসারে মার্কসবাদের নামকরণ হয়েছে। যদিও মার্কস জীবিত থাকাকালে মার্কসবাদ বলে কোনো শব্দ প্রচলিত হয়নি। মার্কসের মৃত্যুর পর মার্কসবাদীদের দেওয়া নাম হয় মার্কসবাদ। মূলত মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা ও শিক্ষা নিয়ে মার্কসবাদ গড়ে উঠেছে। তবে এই মতাদর্শকে সমৃদ্ধ করেছেন পরবর্তী যুগের বহু মার্কসবাদী দার্শনিকগণ। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য **লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি, রোজা লুক্সেমবার্গ, মাও জে দং, গ্রামসি, লুকাচ** প্রমুখ।

মার্কসবাদ একটি বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দর্শন এবং বিশ্ববীক্ষা। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এই মতাদর্শের মুখ্য তত্ত্ব। লেনিন বলেছেন, মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষার সমষ্টি হল মার্কসবাদ।

কার্ল মার্কস ও তাঁর বন্ধু সহলেখক ফ্রেডারিক এঙ্গেলস দুজনেই ছিলেন জার্মান। 1818 খ্রিস্টাব্দের 5 মে প্রাশিয়ার রাইন রাজ্যের ত্রিয়ার শহরে মার্কসের জন্ম। তাঁর বাবা হেনরিখ ছিলেন একজন নামকরা আইনজ্ঞ। দর্শন ছাড়াও ইতিহাস ও গণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। 1841 খ্রিস্টাব্দে মার্কস ডক্টরেট ডিগ্রি পান।

এঙ্গেলস 1820 খ্রিস্টাব্দে 28 নভেম্বর প্রাশিয়ার রাইলিশ রাজ্যের বারমেন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বস্ত্র ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে এঙ্গেলস বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন।

তিনটি উৎস

মার্কসবাদ গতিশীল মতাদর্শ। এর সৃষ্টি এবং বিকাশ ঘটে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতে। তাই অনেক

Scanned with CamScanner

কিছু নিয়েই এর জন্ম। তথাপি মার্কসের বক্তব্য অনুসারে মার্কসবাদের তিনটি উৎসের কথা বলা যায়। যথা— (1) জার্মান দর্শন, (2) ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্র, (3) ফরাসি সমাজতন্ত্রবাদ।

মার্কসীয় তত্ত্বগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল— দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, উদ্‌বৃত্ত মূল্য শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম, বিপ্লব।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

মার্কসবাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। মার্কসীয় মতে, দ্বন্দমূলক বস্তুবাদ শুধু একটি তত্ত্ব নয়, এ এক বিশ্ববীক্ষা (World View)। বস্তুজগৎকে দেখা যায় বিশ্লেষণের পদ্ধতি হল দ্বন্দ্বমূলক এবং এর সম্পর্কে তত্ত্বটি হল বস্তুবাদী, এই দুই মিলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বমলক বস্তুবাদ আসলে মার্কসবাদের বস্তুবাদী দর্শন।

মূল বক্তব্য: দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিশ্লেষণ করলে এই বস্তুবাদী দর্শনের কয়েকটি মূল কথা জানা যায়। তা হল—

1. আমাদের জীবন সংসার বা প্রকৃতি ও পরিবেশের চারধারে যা দেখছি, তা বস্তু বা বস্তুজগৎ। এ কোনো স্বপ্ন বা কল্পনা বা কোনো অলৌকিক শক্তির দ্বারা সৃষ্টি নয়। এই বস্তু জগতের নিজস্ব অস্তিত্ব আছে।
2. মানুষের সমস্ত চিন্তাভাবনা, জ্ঞান, চৈতন্য সবকিছু এই বস্তু জগৎকে ঘিরে। মানব চৈতন্যের উৎস হল জগৎ। তাই মানুষের চেতনা বাস্তব জীবনের দ্বারাই পরিচালিত হয়।
3. প্রতিটি বস্তুই গতিশীল এবং পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে বস্তুর গতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। তখন তার পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

মূলসূত্র: দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ একটি ভাববাদ বা আদর্শবাদ (Idealist) বিরোধী বস্তুবাদী দর্শন। তাই এই মার্কসীয় দর্শনের কয়েকটি মূলসূত্র পাওয়া যায়। সূত্রগুলি যথেষ্ট জটিল সূক্ষ্ম ও গভীর। তথাপি সূত্রগুলিকে সহজ করে বোঝানোর জন্য খুব সাধারণভাবে উপস্থাপন করা হল—

1. **পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন:** দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে সব বস্তুর সর্বদাই পরিবর্তন ঘটে। দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি অনুসারে এই পরিবর্তন বা বিকাশের অর্থই উন্নততর ক্ষেত্রে প্রবেশ। এইভাবে বস্তুজগতে পরিবর্তন (Quantitative) থেকে গুণগত পরিবর্তন (Qualitative) ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তরল জল ঠান্ডা হতে হতে ক্রমে কঠিন বরফে পরিণত হয়।
2. **পরস্পরবিরোধ বস্তুর সমাবেশ:** দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল বস্তুর পরস্পরবিরোধী বিরোধ বা বিপরীতধর্মী শক্তির সমাবেশ। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু ও

Scanned with CamScanner

ঘটনার মধ্যেই পরস্পরবিরোধী শক্তি বা ধর্ম আছে। তাই মনে রাখতে হবে, আমরা একটি সম্পূর্ণ বা ঐক্যবদ্ধ যে বস্তু দেখেছি আসলে তা পরস্পরবিরোধী শক্তির এই রূপ। আর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা পরস্পর বিরোধিতার জন্যই উন্নত বা গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বস্তুর পরস্পরবিরোধী ধর্ম ছাড়া সব অচল। যেমন— সুস্থ মানুষের দেহে একইসঙ্গে কোশের সৃষ্টি ও বিনাশ হচ্ছে। এর একটি প্রক্রিয়া বন্ধ হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

3. **নেতির নেতিকরণ:** দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সূত্র অনুসারে, পুরাতনকে সরাতে না পারলে নুতনের আবির্ভাব ঘটবে না। আবার নতুন যখন পুরাতন হয়ে যাবে, তখন তাকেও সরাতে হবে আরও উন্নত নতুনের জন্য। অর্থাৎ, পরস্পরবিরোধী উপাদান যখন কোনো কিছুকে নেতিবাচকভাবে বাতিল করে দিচ্ছে, তারপর আবার আরও উন্নত উপাদানের কাছে নিজেই নেতিবাচক বা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ম বা ব্যবস্থাকে নেতির নেতিকরণ বা 'অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি' (Negation of Negation) বলা হয়।

Scanned with CamScanner